Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

The
Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 6, ISSUE 2 MAR-APR, 2012

ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ

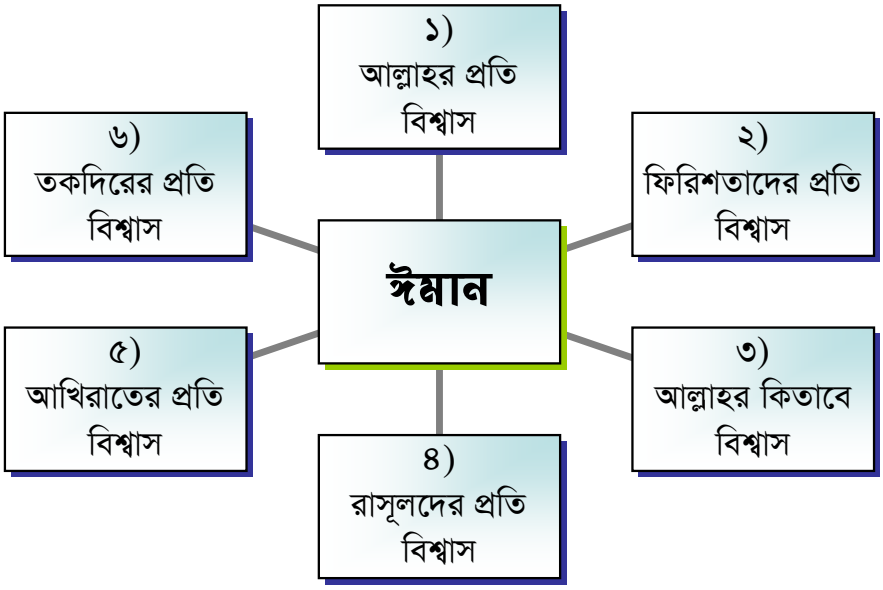

From the Qur'an:

📖 *মানুষ খুবই অস্থিরচিত্ত, সে বিপদে পড়লে হাহুতাশ করে এবং সম্পদশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে; তবে তারা নয় যারা ইবাদত করে। (সূরা আল মা'আরিজ, ঃ ১৯-২২)*

From the Hadith:

📖 *রসূল (সা.) বলেন, বনি আদমের কাছে যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকা কামনা করবে, তার পেট [কবরের] মাটি ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে ভরবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)*

সময়ের সাথে যেসব সুযোগ নষ্ট হতে পারে

- যেসব ইবাদত করতে শক্তির প্রয়োজন - সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন, সময় চলে গেলে তা আর ঠিক মতো করা যায় না। যেমন ঃ ভালভাবে সলাত আদায়, দাওয়াতী কাজ, হজ্জ, রোযা, ইসলামের জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি।
- যেসব ইবাদত করতে অর্থের প্রয়োজন, সময়ের সাথে স্বচ্ছলতা চলে গেলে তা আর করা যায় না। যেমন ঃ দান-সদাকা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি।
- যাদের খেদমত আমাদের কর্তব্য, সময়ের সাথে তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলে তাদের খেদমতের সুযোগ আর পাওয়া যায় না। যেমন ঃ বাবা-মার খেদমত, গরীব আত্মীয়ের হক আদায় ইত্যাদি।
- সম্পদ অর্জনের পিছনে ছুটতে গিয়ে ভালো কাজ করার আর অবসর পাওয়া যায় না।
- দায়িত্বশীল পদ ও মর্যাদা সাময়িক, এটা হারিয়ে গেলে ভালো কাজের সুযোগ কমে যায়।
- রসূল (সা.) বলেন, আল্লাহর দু'টি রহমত অনেক মানুষ (অবহেলার কারণে) হারিয়ে ফেলে ঃ সুস্বাস্থ্য ও ভালো কাজ করার জন্য অবসর সময় (সহীহ বুখারী)

তাই আর একটু গুছিয়ে নেই তারপর করবো বলে কিছু ফেলে রাখা ঠিক না, এই মুহূর্ত থেকেই ইসলামের কাজ শুরু করা উচিত।

ভেতরের পাতায়

অমুসলিম দেশে ইমিগ্রেশন নিয়ে থাকা কি জায়েয?	2	ইসলামে নারীর সম্মান	6
মূলতঃ ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে অমুসলিমদেরকে	3	নর্থ-আমেরিকার জনকল্যাণমূলক নিয়ম-কানুন সবই ইসলামের.....	6
অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক	4	রাগের মাথায় সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া	7
ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি!!.....	5	কবিরাহ গুনার লিষ্ট	8

অমুসলিম দেশে ইমিগ্রেশন নিয়ে থাকা কি জায়েয?

১ম হাদীস ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহীহ বুখারীর একটি হাদীসের সারমর্ম হচ্ছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই তবে দুটি কারণে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে হিজরত করা যেতে পারে অর্থাৎ ইমিগ্রেশন নেয়া যেতে পারে।

১) প্রথম কারণ হচ্ছে জিহাদ এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে,

২) যদি কেউ অমুসলিমদের মধ্যে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন অমুসলিম দেশে সিটিজেনশিপ নিয়ে বসবাস করে তাহলেও তার জন্য হিজরত করা জায়েয হবে। অন্যথায় শুধুমাত্র ক্যারিয়ার, বাড়ি, গাড়ি, ডলার, উন্নত জীবন-যাপন, সন্তান মানুষ করণ ইত্যাদির জন্য কোন অমুসলিম দেশে ইমিগ্রেশন নিয়ে বা সিটিজেনশিপ নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা যাবে না।

উপরের দুটি শর্তের মধ্যে প্রথমটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এবার আসি দ্বিতীয় শর্তটিতে, এটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যদি আমরা অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করি। হয়তো আমরা অমুসলিম দেশে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, বাড়ি, গাড়ি, ডলার, উন্নত জীবনযাপন, সন্তান মানুষ করণ ইত্যাদির জন্য এসেছি এবং এই চাওয়াটা কোন দোষের নয়, কিন্তু আমাদের এই অমুসলিম দেশে থাকাটা আমরা অতি সহজেই জায়েয করে নিতে পারি শুধুমাত্র নিয়্যতের পরিবর্তন করে। অর্থাৎ আমার প্রথম নিয়্যত হবে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত তারপর উন্নত জীবনযাপন। এতে আমরা দুটো দিক থেকেই লাভবান হতে পারি। অর্থাৎ আখিরাত এবং দুনিয়া দুই-ই পেতে পারি। নিয়্যতের বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। নিয়্যত শুধু মুখে বা অন্তরে করলে হবে না তার পরিবর্তন বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ সব জানেন।

২য় হাদীস ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, কোন মুসলিমের যদি কুফরের দেশে মৃত্যু হয় (অর্থাৎ অমুসলিম দেশে মৃত্যু হয়) আখিরাতের ময়দানে আমি তার কোন দায়-দায়িত্ব নিতে পারবো না। (আবু দাউদ)। এই হাদীসটি বলার সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথাটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তাঁর দুই হাত উপরের দিকে উঠিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন।

২য় হাদীসটি উপরের ১ম হাদীসের সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি আখিরাতে আল্লাহর অনুমতিতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর যোগ্য উম্মতদের জন্য শাফায়াত করবেন। যদি কেউ উপরের ১ম হাদীস অনুযায়ী শুধুমাত্র দাওয়াতী উদ্দেশ্যে কুফরের দেশে থাকে এবং মৃত্য হয় তাহলে তারা ২য় হাদীসের ঐ দলভুক্ত নয়। এছাড়া যারা শুধুমাত্র ডলার কামাই ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য থাকবে তাদের দায়-দায়িত্ব রসূল (সা.) নিবেন না।

ইসলামের দাওয়াত কাদেরকে দেব?

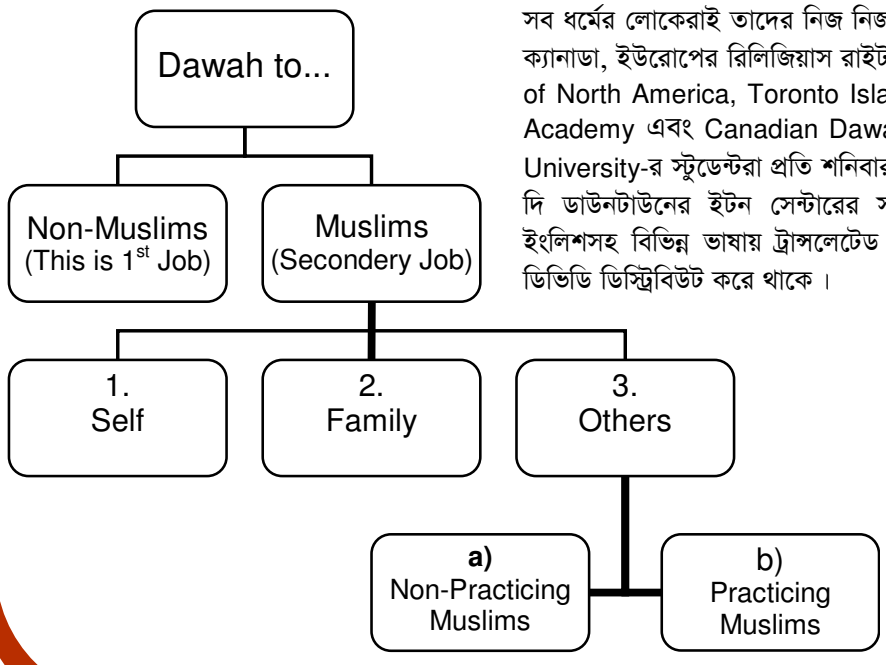

অমুসলিমদের নিকট দাওয়াতী কাজ আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও এটি দাওয়াতী কাজের সবচাইতে সহজ উপায়। এ কাজের তড়িৎ ফল পাওয়া যায়। অনেকে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করতে লজ্জা বোধ করেন বা ভয় পান। কিন্তু লজ্জা বা ভয়ের কিছু নেই, এখানে সব ধর্মের লোকেরাই তাদের নিজ নিজ ধর্মের বাণী প্রচার করতে পারবেন এবং এটা আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপের রিলিজিয়াস রাইটস্, হিউম্যান রাইটস্। আলহামদুলিল্লাহ, Islamic Circle of North America, Toronto Islamic Centre, Islamic Education and Research Academy এবং Canadian Dawah Association, Toronto University ও Ryerson University-র স্টুডেন্টরা প্রতি শনিবার এবং রবিবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত হার্ট অব দি ডাউনটাউনের ইটন সেন্টারের সামনে (Street Dawah) অর্থাৎ অমুসলিমদের নিকট ইংলিশসহ বিভিন্ন ভাষায় ট্রান্সলেটেড কুরআন, বিভিন্ন ইসলামিক লিটারেচার, প্যামফ্লেট এবং ডিভিডি ডিস্ট্রিবিউট করে থাকে।

এভাবে প্রতি উইকেন্ডে হাজার হাজার এইসব দাওয়াতী কপি অমুসলিম পথচারীদের হাতে আমাদের ইয়ং মুসলিম ভাইয়েরা তুলে দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যন্ত শত শত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও Street Dawah-র পাশাপাশি ICNA Canada Hospital Dawah, Jail Dawah, Billboard Dawah, Online Dawah, Radio Campaign, Television Campaign, Subway advertisement and Comparative Religion Conference ইত্যাদি করে থাকে।

---- *বাকী অংশ ৩য় পাতায়*

মূলতঃ ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে অমুসলিমদেরকে

ভুল ধারণা দূর হওয়া প্রয়োজন

আমরা দাওয়াত কাদেরকে দেব? দাওয়াতী কাজে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করবো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ থেকে। আমরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী পড়লে দেখতে পাই যে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন মূলতঃ অমুসলিমদেরকে। মক্কী জীবনে সর্বপ্রথম কাফিরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, আশেপাশের অমুসলিম দেশে দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, যেমন ইথিওপিয়া, ইজিপ্ট, ইরান, রোম, বাহরাইন, ইয়ামেন, সিরিয়া এবং ওমান। এই দেশগুলো পূর্বে অমুসলিম দেশ ছিল।

এছাড়া সাহাবা (রাদিআল্লাহু আনহুম) আরবের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ বিশ হাজার এর মতো সাহাবা (রাদিআল্লাহু আনহুম) উপস্থিত ছিলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেছিলেন যে "আজ যারা উপস্থিত হতে পারেনি তাদের কাছে আমার এই বাণী পৌছে দিবে।" এই এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবা যদি অমুসলিমদের নিকট না গিয়ে শুধু নিজেদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে আজ সারা বিশ্বে ১.৭ বিলিয়ন মুসলিম হতো না। আমরাও বাংলাদেশের মানুষরা মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতাম না। তাই আমাদের প্রথম ফরয কাজ হচ্ছে অমুসলিমদের মাঝে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।

আমরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী পড়লে দেখতে পাই যে যারা তাঁর দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মুসলিম হয়েছিলেন তাদের ঈমানকে আরো মজবুত করার জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিয়মিত তারবিয়া বা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রেখেছিলেন, তাদের তাকওয়ার লেভেল বাড়ানোর জন্য তাদেরকে নিয়মিত তাগিদ দিতেন। সাহাবা (রাদিআল্লাহু আনহুম) একে অপরকে ঈমান রিনিউ করার তাগিদ দিতেন। তাই কাজটি এখন প্যারালাল অর্থাৎ অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে, তার পাশাপাশি নিজেদের ক্রমোন্নতির জন্য মুসলিমদেরকেও তাগিদ দিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে Non-practicing মুসলিমদের পিছনে আরো বেশী করে কাজ করতে হবে।

আমরা যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করি তারা অবশ্যই অমুসলিমদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেব এবং যারা বাংলাদেশে বসবাস করি সেখানেও হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং নাস্তিকদের মাঝে নিয়মিত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়াও নিজ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রীবর্গ, সামরিক প্রধান, সংসদ সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাউন্সিলর এবং দেশের বুদ্ধিজীবীগণ যদি অমুসলিম হন বা সেক্যুলার হন বা নন-প্র্যাকটিসিং মুসলিম হন তাদেরকেও সম্মানের সাথে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। তাদেরকে গিফ্‌ট হিসেবে আল কুরআনের ট্রান্সলেশনের কপি পাঠানো যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন মিডিয়া, ই-মেল এবং ফেইসবুকের মাধ্যমেও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। কারণ রসূল (সা.) আদেশ করেছেন যে একটি আয়াতও যদি জানো তাহলে তা অপরের নিকট পৌঁছে দাও।

শিক্ষণীয় ঘটনা ঃ ইংল্যান্ড - লন্ডনের একটি ঘটনা। বর্তমান নাম Yousuf Chambers। তিনি গত বছর ICNA-র "Carry The Light" Annual Conference-এ Guest Speaker হিসেবে ক্যানাডায় এসেছিলেন। তিনি তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তার বক্তৃতায় শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এই বৃটিশ নাগরিকের ইসলাম গ্রহণ করার আগের ঘটনা। তিনি লন্ডনে একটি বাড়িতে দীর্ঘ দিন ভাড়া ছিলেন। বাড়ির মালিক বাংলাদেশী মুসলিম, মালিক সপরিবারে ঐ বাড়ির উপরের তলায়ই বসবাস করতেন। Yousuf Chambers-এর সাথে তাদের নিয়মিতই দেখা-সাক্ষাৎ হতো, এক সাথে খাওয়া দাওয়া হতো। সেই সময় Yousuf Chambers-এর খুব দুর্দিন চলছিল কিন্তু তার কোন সমাধান তিনি পাচ্ছিলেন না যা বাড়িওয়ালা জানতেন। একসময় তিনি বাড়ি পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যান। পরবর্তিতে তিনি কোথাও থেকে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম হওয়ার পর কুরআন পড়ে তার সকল সমস্যার সমাধান পেয়ে যান। এবং তারপর তিনি নিজেকে একজন ইসলামের দা-'ঈ হিসেবে তৈরী করেন এবং ইংল্যান্ডের Islamic Education and Research Academy (IERA)-এর সাথে মিলে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন যে তিনি দীর্ঘ দিন একটি মুসলিম পরিবারের সাথে ছিলেন কিন্তু কোন দিন দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পাননি, ইসলামের কোন নামগন্ধও শুনেননি তাদের থেকে। পরবর্তিতে তিনি তার ঐ মুসলিম বাড়িওয়ালার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা বললেন। বাংলাদেশী মুসলিম বাড়িওয়ালা এতে খুবই অবাক হলেন এবং মন্তব্য করলেন যে Are you OK? তিনি মনে করলেন Yousuf Chambers-এর মাথা হয়তো ঠিক নেই, হয়তো মানসিকভাবে অসুস্থ। কারণ বাড়িওয়ালার দৃষ্টিতে ইসলাম গ্রহণের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে এই কাজ করে ভুল করেছে। Yousuf Chambers এবং IERA সম্পর্কে ইন্টারনেটে আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

দাওয়াতী কাজের উপযুক্ত সময় ঃ অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ সারা বছর ধরেই করতে হবে, এর কোন সময় অসময় নেই। কিন্তু যারা একেবারেই অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেন না কিন্তু অমুসলিমদের মাঝে থাকেন তাদের জন্য দাওয়াতী কাজের খুবই উপযুক্ত সময় হচ্ছে খ্রীষ্টমাসের সময় অর্থাৎ নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস। এই সময় তারা শপিং করা, গিফ্‌ট দেয়া-নেয়া এবং পার্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই সময় অমুসলিমদের মন খুবই উদার থাকে, তাদেরকে যে কোন গিফ্‌ট দিলে তারা সাদরে গ্রহণ করে। তাই পরিচিত সকল অমুসলিমদের একটি লিষ্ট করে সবাইকে একটি করে গিফ্‌ট প্যাকেজ দেয়া যেতে পারে। গিফ্‌ট প্যাকেজটিতে Translated Quran, Introduction to Islam, Miracle of the Quran, Brief Biography of Prophet Muhammad [pbuh], Who is Jesus [pbuh], Islam in brief DVD, various pamphlets for Non-Muslims ইত্যাদি সম্বলিত Dawah materials খুব সুন্দর করে র‍্যাপিং করে সাথে একটি গ্রিটিংস কার্ড দিয়ে নাম লিখে উপহার হিসেবে দেয়া যেতে পারে।

---- সম্পাদক

অধিকাংশ লোকই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬)

• **পীর-দরবেশ, আওলীয়া এবং কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট দু'আ করার মাধ্যমে মুশরিক**

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না ও অপকারও করতে পারবে না। যদি তুমি অন্যকে ডাক তাহলে তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস ঃ ১০৬)

• **ইলমে গায়েব দাবী করার মাধ্যমে মুশরিক**

হে নবী বলে দিন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সে গায়েবের খবর কেউ-ই জানে না। (সূরা আন্-নাম্‌ল ঃ ৬৫)

• **মাজার বা কবরের নিকট সমাবেশ, ওরস, মেলা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানোর মাধ্যমে মুশরিক**

রসূল (সা.) বলেছেন, মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা শেষ যমানাতে (কিয়ামতের আগে) জীবিত থাকবে এবং যারা কবরকে ইবাদতের স্থান করে নেবে। (আহমদ, আত-তাইয়ালাসী)

• **পীর-দরবেশ, অলী-আওলীয়ার কথা মানার মাধ্যমে মুশরিক**

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পসংখ্যক লোকই তা স্মরণ রাখো। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৩)

• **জাদু করার মাধ্যমে মুশরিক**

তারা ভাল করেই জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১০২)

• **অসুখ, বালা-মুসীবতে তাবীজ-কবজ, বালা-চুরী ইত্যাদি ব্যবহার করার মাধ্যমে মুশরিক**

নবী (সা.) বলেছেন ঃ ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ এবং যাদুটোনা করা শিরক। (আবু দাউদ)

• **কবর পাকা করা বা বাধানো, কবরে লিখা, গম্বুজ তৈরী করা এবং বাতি জ্বালানো হারাম**

রসূল (সা.) কবর চুনকাম অর্থাৎ - পাকা করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

• **তাগুতের অনুকরণ-অনুসরণ করা শির্ক ও কুফরী**

আমি প্রত্যেক উম্মাতের (জাতির) মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। যেন তারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাকে। (সূরা নাহল ঃ ৩৬)

• **কোন ওলী বা পীরের ওয়াসীলাহ অন্বেষণ করা এবং পীর ধরা নাযায়েজ**

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো; তার নিকট ওয়াসীলাহ অন্বেষণ করো এবং তার পথে জিহাদ করো। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩৫)

• **নিজের মত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা শির্ক**

আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? (সূরা ফুরকান ঃ ৪৩)

• **যুগ বা সময়কে গালি দেয়া শির্ক**

নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেন ঃ "আদম সন্তান দাহর বা সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ আমি নিজেই সময়। আমার হাতেই সকল কর্ম। রাত ও দিনকে আমিই পরিবর্তন করি। (বুখারী)

• **অন্ধ অনুকরণ, পূর্ববর্তীদের দোহাই বাপ-দাদার দোহাই দেয়া মুশরিকের নীতি**

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো। তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যে বিষয়ে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জ্ঞান রাখে না এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্তও ছিল না? (সূরা বাকারা ঃ ১৭০)

• **আল্লাহ ব্যতীত গাইরুল্লাহ তথা পীর, আওলিয়া ও দরগায় পশুপাখী যবেহ করা শির্ক**

হে নবী! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই কেবলমাত্র সমগ্রবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি (কোনরূপ শরীক না করার জন্যই) আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলিমদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা আন'আম ঃ ১৬৪)

• **গণকের নিকট যাওয়া, গণকের কথা বিশ্বাস করা শির্ক**

নবী (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গণকের নিকট আসে এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে এবং তা বিশ্বাস করে তার চল্লিশ দিন ও রাত্রির ইবাদত কবুল হয় না। (সহীহ মুসলিম)

• **বংশের বড়াই ও মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা হারাম**

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ দু'টি বিষয়ে মানুষ কুফরী করে, আর তা হলো ঃ ১) বংশের উপরে আছে বড়াই করা; ২) মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা। (সহীহ মুসলিম)

• **আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা-নানী, পীর-দরবেশ কিংবা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামে শপথ করার মাধ্যমে মুশরিক**

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা তাগুতের নামে এবং বাপ-দাদার নামে কসম বা শপথ করো না। (সহীহ মুসলিম)

• **রিয়া বা লোক দেখানো 'আমাল করা শির্ক**

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য আমি সবচেয়ে অধিক ভয় করি শির্কে আসগার বা ছোট শির্কের। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল, সেটা কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া বা লোক দেখানো 'আমাল (ইবাদাহ)। (বায়হাকী)

• **সলাত পরিত্যাগ করা শির্ক**

নবী (সা.) বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তি এবং মুশরিক ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হল সলাত পরিত্যাগ করা। (সহীহ মুসলিম)

• **নবী (সা.)-কে নূরের তৈরী মনে করা শির্ক**

নবী (সা.)-কে তৈরী না করলে আল্লাহ কিছুই তৈরী করতেন না। আল্লাহ নবী (সা.)-কে তাঁর নিজের নূর দিয়ে তৈরী করেছেন, আর নবী (সা.)-এর নূরে সমস্ত জগত তৈরী। সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ প্রথম নবী (সা.)-কে সৃষ্টি করেছেন। এই সকল বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে শির্ক।

বিশেষ নোট ঃ *কোন মুসলিম ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফির বা মুশরিক বলা যাবে না। কে কাফির এবং কে মুশরিক তা সিদ্ধান্ত দেবার একমাত্র অধিকার মহান আল্লাহ তায়ালার। তবে ইসলামি সরকার এ ঘোষণা দিতে পারে। এছাড়া কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তাও নির্ধারণ করার মালিক মহান আল্লাহ।*

ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি!!

---- *আবু জারা*

ইসলাম বলে	আমরা করি
গোপনে দান ডান হাত দিয়ে দান করলে বাম হাত যেন না জানে।	**প্রকাশ্যে দান** কিন্তু আমরা চাই সবাই যেন জানে, কোন না কোন ভাবে যেন আমার দানটা প্রকাশ পায়।
সদাকার প্রকৃত সওয়াব গরীব সদাকা গ্রহণ করে সদাকাকারীর উপকার করেন। কারণ গরীব সদাকা গ্রহণ না করলে দানকারী আল্লাহর থেকে পুরষ্কার পেতো না।	**সদাকা** দানকারী দান করে মনে করে যে সে গরীবের অনেক উপকার করছে। অথচ সে যা দান করছে তা গরীবের হক এবং সম্পদ আল্লাহ তার কাছে পরীক্ষাস্বরূপ গচ্ছিত রেখেছেন।
দানের বিনিময় দান করে তার বিনিময়ে কারো নিকট হতে কোন প্রকার প্রতিদান আশা করা যাবে না। দান হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য।	**দানের বিনিময়** দান করে দাতা কোন না কোন ভাবে দান গ্রহীতার নিকট থেকে প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, সম্মান ইত্যাদি আশা করে।
দান করে খোঁটা না দেয়া আল কুরআনের কড়া নির্দেশ হচ্ছে দান করে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না। যেমন, তোমাকে তো আমি অনেক দিয়েছি, তোমার জন্য তো আমি অনেক করেছি, ইত্যাদি।	**দান-সদাকার বিকৃতরূপ** কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দান করে আবার খোটা দেই, তাদেরকে দানের কথা মনে করিয়ে দেই। যেমন, গত মাসে না দিলাম!
হজ্জ ফরয হিসেবে আদায় সলাত-সিয়াম-যাকাতের মতো হজ্জও একটি ফরয ইবাদত, সামর্থবানদের জন্য এটি জীবনে একবার ফরয।	**হজ্জ করে তার প্রচার** হজ্জ আদায় করার পর কোন না কোন ভাবে আমরা চাই লোকে আমাকে এখন আগের চেয়ে বেশী সম্মান করুক, বেশী পরহেজগার মনে করুক বা হাজী সাহেব বলে ডাকুক।
কুরবানী শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য যে কোন পশু কুরবানী করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য। মানুষকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করা যাবে না। কুরবানীর দেয়ার সামর্থ না থাকলে লজ্জাবোধ করা যাবে না।	**কুরবানীর বিকৃতরূপ** অনেকেই কুরবানী ঈদে কুরবানী নিয়ে এক প্রকার প্রতিযোগিতায় লেগে যায় যে, কে কত বড় গরু কুরবানী দিচ্ছে! কে কয়টি গরু কুরবানী দিচ্ছে!
বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে এতো বেশী করে যত্ন করতে হবে যে তারা যেন উহ্ শব্দটিও না বলেন।	**বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব** কিন্তু বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে আমরা বোঝা মনে করি। সন্তানরা সবাই মিলে বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করি যে কার বাসায় থাকবে! কত দিন থাকবে!
অন্যের প্রশংসা অন্যের ভালোর জন্য দু'আ করতে হয়, আরো ভাল করার জন্য প্রশংসা করতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়।	**অন্যের প্রশংসা** অন্যের প্রশংসা শুনতেই পারি না, গা জ্বালা করে। অন্যরা নিচে নামুক তা মনে মনে কামনা করি।

ইসলাম বলে	আমরা করি
হিংসা করা হিংসা করা কবীরাহ গুনাহ এবং যার অন্তরে তিল পরিমাণ হিংসা থাকবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না।	**হিংসা করা** অন্যের ভাল দেখলে সহ্য করতে পারি না। কেউ বাড়ি কিনলে, গাড়ী কিনলে, ভাল চাকুরী পেলে, সন্তান-দের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল দেখলে হিংসায় মরে যাই।
ভালটি অন্যের জন্য নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করতে হবে।	**নিম্ন মানেরটি অন্যের জন্য** যখন কোন কিছু ক্রয় করি তখন নিজের জন্য ভাল ভাল দেখে উৎকৃষ্টটা কিনি আর অপর ভাইয়ের জন্য উপহারস্বরূপ একটু কমদামী দেখে কিনি।
সত্য প্রকাশ করা সত্য বলা ফরয।	**সত্য প্রকাশে লজ্জা বোধ করা** প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে আমরা লজ্জাবোধ করি। যেমন, আমি ছোট চাকুরী করি বা আমার ঢাকায় বাড়ি নেই বা আমার ডিগ্রি কম বা আমার শ্বশুর বাড়ি গরীব ইত্যাদি।
সালামের প্রচলন সালামের অর্থ একে অপরের জন্য দু'আ করা, কল্যাণ কামনা করা। যিনি সালাম আগে দিবেন তিনি সওয়াব বেশী পাবেন। সালাম আদান-প্রদানের বিষয়ে বয়সের কোন ভেদাভেদ নেই।	**সালামের প্রচলন** শুধু বড়রা ছোটদের থেকে সালাম আশা করেন। বড়রা সাধারণত ছোটদের সালাম দেন না। শিক্ষক সবসময় ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে সালাম আশা করেন। মসজিদের ইমাম বা কোন হুজুর সবসময় অন্যদের থেকে সালাম আশা করেন।
পর্দা করা ফরয সলাত আদায় করা যেমন ফরয তেমনি নারীদের জন্য পর্দা করাও ফরয এবং তাদের সাজগোজ, রূপ-সৌন্দর্য্য পর পুরুষকে দেখানো হারাম।	**পর্দার বিকৃত ব্যবহার** কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মেয়েরা সাজগোজ করে থাকে অন্যকে দেখানোর জন্য এবং রূপ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে কোন অনুষ্ঠানে গেলে। খুব কম নারীই আছে যে শুধু স্বামীকে দেখানোর জন্য ঘরে সাজগোজ করে।
ফরযের গুরুত্ব অনেকেই ফরয ইবাদতের গুরুত্ব দেই না। যেমন, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি না, হজ্জের সামর্থ হয়েছে কিন্তু হজ্জ করি না।	**নফলের গুরুত্ব** অনেক ক্ষেত্রেই ফরযের চেয়ে নফলকে খুব বেশী গুরুত্ব দেই। যেমন, শবেবরাতে (বিদ'আত) সারারাত জেগে নফল সলাত আদায়, রমাদানে তারাবির সলাত ইত্যাদি।
সুন্নাহ অনুযায়ী ইবাদত রসূল (সা.) তাঁর জীবনে যেভাবে ইবাদত করেছেন শুধুমাত্র সেটুকুই ইবাদত, সেটুকুই ইসলাম।	**বিদ'আতের মাধ্যমে ইবাদত** রসূল (সা.) জীবনে যা করেননি সেই কাজগুলো আমরা ইবাদত মনে করে বেশী বেশী করছি যা সুস্পষ্ট বিদ'আত। যেমন, মিলাদ, মিলাদুন্নবী, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী।

ইসলামে নারীর সম্মান

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলন চলছে। কিন্তু নারীদের আসল পরিচয় ও সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন তা নারীরা ভালভাবে জানেন না। আল্লাহ শেষ নবী (সা.)-এর মাধ্যমে নারীদের যে মর্যাদা প্রদান করেছেন তা না জানার কারণে নতুন করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে হচ্ছে। নারীদের নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন হাদীস অধ্যয়নের বিকল্প নেই। ইসলাম নারীদের জন্য যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার জন্য করেনি, বরং তারা যাতে কোন প্রকার অন্যায় ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে না পড়ে, নিরাপত্তা-হীনতায় না ভুগে, সেজন্যই তাদের উপর এসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আর এটিই হল নারীদের জন্য সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা।

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা (অরাজকতা) আমি রেখে যাইনি। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর বিধান হলো যতক্ষণ না মানুষ নিজের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করবে এবং পরিবর্তনকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা চালাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোন পরিবর্তন আসবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ *"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা রাদ, ১৩ ঃ ১১)*

আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ

একজন নারীকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, ইসলামের বিধানগুলো সম্পূর্ণ নিখুঁত, তাতে কোন প্রকার খুঁত নেই। বিশেষ করে মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের বিধানগুলো আরও বেশি নিখুঁত ও সঠিক। তার মধ্যে কোন প্রকার ছিদ্র ও ফাঁক নেই, যাতে কেউ আপত্তি তুলতে পারে এবং অবজ্ঞা করার বিন্দু-পরিমাণও সুযোগ নেই, যাতে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে। ইসলাম নারীদের জন্য যে বিধান দিয়েছে, তা নারীদের স্বভাব ও মানসিকতার সাথে একেবারেই অভিন্ন। ইসলামের বিধানে তাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম, নির্যাতন ও অবিচার করা হয়নি এবং তাদের প্রতি কোন বৈষম্যও করা হয়নি।

যেহেতু এসব বিধানগুলো হল আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান। আর আল্লাহ হলেন সমগ্র জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। কোন কাজে তার বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সে বিষয়ে তিনিই সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনি এমন কোন বিধান মানব জাতির জন্য দেবেন না, যাতে তাদের কোন অকল্যাণ থাকতে পারে। একটি কথা মনে রাখতে হবে, সবচেয়ে বড় অপরাধ ও অন্যায় হল, নারীদের সাথে সম্পৃক্ত বা অন্য যে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহর দেয়া শরীয়তের কোন বিধান সম্পর্কে এ মন্তব্য করা যে, আল্লাহর এ বিধানে তার বান্দাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে অথবা এ বিধানে দুর্বলতা রয়েছে অথবা এ বিধানটি বর্তমানে প্রযোজ্য নয়, বুখারী-মুসলিমের সব হাদীস ঠিক নয় বা কুরআনের এই আয়াত এই যুগের জন্য প্রযোজ্য নয় ইত্যাদি। এ ধরনের কথা যেই বলবে, মনে রাখতে হবে তখন তার ঈমান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না?" (সূরা নুহ ঃ ১৩)

নর্থ-আমেরিকার জনকল্যাণমূলক নিয়ম-কানুন সবই ইসলামের

কুরআন-হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাই যে আমেরিকা-ক্যানাডায় জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার যেসব নিয়ম-কানুন এবং ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা করেছে তা ১৪০০ বছর আগে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দ্বীন ইসলামের অংশ হিসেবে আল্লাহর তরফ থেকে পেয়েছেন।

একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। ক্যানাডায় বসবাসরত শাহীন নামে এক বাঙালী ভাই তিনি নতুন এই দেশে এসেছেন। নতুন অবস্থায় এই দেশের সরকারের ওয়েলফেয়ার নিচ্ছেন এবং একটি রেষ্টুরেন্টে ক্যাশে কাজ করছেন। শাহীন ভাই এই দেশীয় ইংলিশ এক্সেন্ট তখনো ঠিক মতো আয়ত্ত্ব করতে পারেননি। যাহোক ঐ রেষ্টুরেন্টে মাঝে মধ্যে একজন রিটায়ার্ড নেভীর অফিসার আসেন এবং শাহীন ভাইয়ের সাথে কথা-বার্তা হয়। কোন একদিন ঐ নেভীর অফিসার শাহীন ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন Do you know Omar? শাহীন ভাই তার ইংলিশ এক্সেন্ট ঠিক মতো বুঝতে পারছিলেন না, তাই কথার উত্তরও দিতে পারছিলেন না। ঐ নেভীর অফিসার নানাভাবে শাহীন ভাইকে বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে You don't know Omar? He was the King of Arab 1400 years ago, He was a good leader ইত্যাদি। যাহোক একসময় শাহীন ভাই বুঝতে পারলেন যে তিনি ২য় খলিফা ওমর (রা.)-র কথা বলছেন। তখন শাহীন ভাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাতে কী হয়েছে?

ক্যানাডিয়ান নেভী অফিসার শাহীন ভাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন যে, আমেরিকা-ক্যানাডায় আজকের রাষ্ট্রীয় যে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম, দেশের নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, হিউম্যান রাইটস, ওমেন রাইটস, নাগরিক নিরাপত্তা ইত্যাদি দায়-দায়িত্ব চালু আছে তা ১৪০০ বছর আগে ইসলামের মাধ্যমে এসেছে এবং তোমাদের খলিফা ওমর তা বাস্তবায়ন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামের এই সুন্দর নিয়মগুলো আজ মুসলিম দেশগুলো ত্যাগ করেছে আর অমুসলিম দেশগুলো গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করে উপকৃত হচ্ছে। এই কথা শুনে শাহীন ভাই নিজের কাছে নিজে খুবই লজ্জিত হয়ে গেলেন।

---সম্পাদক

দান করলে আমার কী লাভ?

রসূল (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ দূর করে দেবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের যে কোন দুঃখ অবশ্যই দূর করে দেবেন। কোন মানুষের সংকট যে দূর করে দেবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার যাবতীয় সংকট সহজ করে দেবেন। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্যে কাজে লিপ্ত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাহায্যকারী থাকেন। (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ প্রত্যহ বান্দা যখন সকালে উঠে, তখন দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, "হে আল্লাহ! খরচকারীর ধন আরও বৃদ্ধি করে দাও" এবং দ্বিতীয় জন বলেন, "হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দাও।" (সহীহ মুসলিম)

রাগের মাথায় সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া

অনেক মা সন্তানের উপর বিরক্ত হয়ে তাকে অবলীলায় অভিশাপ দিয়ে বসেন। স্নেহময়ী জননী হয়তো তার জীবনের বিনিময়ে হলেও সন্তানের যে কোনো অনিষ্ট রোধ করতে চাইবেন। কিন্তু তিনিই আবার রাগের মাথায় অবচেতনে আদরের সন্তানটির অনিষ্ট কামনা করে বসেন। প্রায়ই দেখা যায় সন্তানদের দুরন্তপনা বা দুষ্টুমিতে অতিষ্ট হয়ে অনেক মা অনেক সময় সরাসরি বাচ্চার অমঙ্গল কামনা করে বসেন। 'তুই মরিস না', 'তুই মরলে ফকিরকে একবেলা ভরপেট খাওয়াতাম', 'আল্লাহ, আমি আর পারি না', 'এর জ্বালা থেকে আমাকে নিস্তার দাও' - এ জাতীয় বাক্য আমরা অহরহই শুনতে পাই। গর্ভধারিণী মা কখনোই তার সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না। কিন্তু অসচেতনভাবে কামনা করা দুর্ঘটনাও কখনো সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই এ সময় মাকে অনেক বেশি ত্যাগ ও ধৈর্যের পারাকাষ্ঠা দেখাতে হয়।

ইসলাম কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়া বা বদ দু'আ করাকে সমর্থন করে না। আপন সন্তানকে তো দূরের কথা জীবজন্তু এমনকি জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়াও সমর্থন করে না। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাতনে বুওয়াত যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইবন 'আমর জুহানীকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলোর পেছনে আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিল। উকবা নামক এক আনসারী ব্যক্তি তাঁর উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিল এবং তাকে থামাল। তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিল। উটটি তখন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন ধুত্তুরি। তোর ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এ শুনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এই ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, আমি হে আল্লাহর রসূল। তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোনো অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করো না। তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দেবেন।' (সহীহ মুসলিম)

হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তোমরা কোনো মুহূর্তেই নিজের বিরুদ্ধে, নিজের সন্তান বা সম্পদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করো না। কারণ, হতে পারে যে সময় তুমি দু'আ করছো, তা দিনের মধ্যে ঐ সময় যখন যা-ই দু'আ করা হোক না কেন, তা কবুল করা হয়। তোমরা তো এ সময় সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত নও। (মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতীহ)

'হাদীসটি রাগের মাথায় মানুষের তার পরিবার ও সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করার নিষিদ্ধতা প্রমাণ করে। হাদীসটি এর কারণও তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, দু'আ কবুলের কিছু বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে এবং তা ঠিক ঐ মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। ফলে সেই মুহূর্তে মানুষের সবই কবুল হয়ে যায় চাই তা ভালো হোক বা মন্দ হোক, যা সে তার পরিবার বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে না।' (আবদুল মুহসিন, শারহু সুনান আবী দাউদ)

নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে দু'আ করার অর্থ তো নিজেই নিজেকে হত্যার তথা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করো না।' (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৫)

অতএব প্রতিটি মাকে ভেবে দেখতে হবে, আমার রাগের মাথায় উচ্চারণ করা বাক্য যদি সত্যে পরিণত হয় তাহলে কেমন লাগবে? আমি কি তা সহ্য করতে পারব? এ জন্য রাগের মাথায়ও কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে শুধু মায়েদেরই নয়, আমাদের সবারই উচিত নিজের, নিজের সন্তান ও সম্পদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করা থেকে সংযত হওয়া। রাগের সময় সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া।

সন্তানদের জন্য হেল্‌থ টিপ্‌স

সন্তানদের ব্যাপারে স্বাস্থ্য সচেতন বাবা-মায়ের জন্য নিম্নে কিছু হেল্‌থ টিপ্‌স দেয়া হলো ঃ

১) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এবং সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে অবশ্যই দাত ব্রাশ করা।
২) বাইরে থেকে বাসায় এসেই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যেস করা।
৩) যতোদূর সম্ভব তাদেরকে ছোটবেলা থেকে অতিরিক্ত গাম, চকলেট বা ক্যান্ডি খেতে না দেয়া।
৪) খাবার মেনুতে যতোদূর সম্ভব ফাইবার (fibre) যুক্ত খাবার রাখা। এতে constipation হবে না। কারণ constipation-এর কারণে ভবিষ্যতে নানা সমস্যা হতে পারে। ফাইবার যুক্ত খাবার, যেমন ঃ whole wheat bread, whole grain rice, এছাড়া শাক-সবজীতেও ফাইবার থাকে।
৫) সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে নাস্তার মেনুতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার রাখা। কার্বোহাইড্রেটের অভাবে ছেলেমেয়েরা সকালে স্কুলে মনোযোগ দিতে পারে না, ব্রেইন ঠিকমতো কাজ করে না। যেমন - রুটি এবং সিরিয়াল জাতীয় খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট থাকে।
৬) প্রচুর পানি পান করানো। কারণ পানির অভাবে ব্রেইনের কিছু কিছু নার্ভ শুকিয়ে যেতে থাকে, যার কারণে স্মরণশক্তি লোপ পেতে থাকে। পানির অভাবে এটা বড়দেরও হতে পারে। একজন বড় মানুষের প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে আট গ্লাস পানি পান করা উচিত।
৭) খাদ্যে ফসফরাস থাকলে তা স্মরণ শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেমন - সামুদ্রিক মাছে প্রচুর ফসফরাস থাকে।
৮) প্রেগ্‌ন্যান্ট মায়েদের খুব বেশী টুনা মাছ খাওয়া উচিত নয়। এতে প্রচুর পরিমানে পারদ থাকে যা সন্তানের জন্য ক্ষতিকারক।
৯) কিশোরী মেয়েদের খাদ্যের তালিকায় ফলিক এসিড যুক্ত খাবার থাকা উচিত। যা বিবাহের পর Infertility দূর করে তাকে প্রেগনেন্ট হতে সাহায্য করবে। যেমন - ব্রকলিতে (Broocoli) এবং Brussels, Sprouts-এ প্রচুর ফলিক এসিড রয়েছে।

কবিরাহ গুনাহের লিষ্ট

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।
২. সলাত ত্যাগ করা।
৩. যাকাত আদায় না করা।
৪. সঙ্গত কারণ ছাড়া রমাদানের সওম (রোজা) ভঙ্গ করা বা না রাখা।
৫. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা।
৬. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।
৭. ব্যভিচার বা যিনা করা।
৮. মানুষ হত্যা করা।
৯. পেশাব থেকে বেচে না থাকা।
১০. সমকাম ও স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা।
১১. সুদ আদান-প্রদান করা।
১২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নিকট আত্মীয়দের পরিত্যাগ করা।
১৩. এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা।
১৪. যাদু।
১৫. দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও সত্যকে গোপন করা।
১৬. আল্লাহ এবং তার রসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করা।
১৭. শাসক কর্তৃক জনগণকে ধোঁকা দেয়া ও অত্যাচার করা।
১৮. যুলুম (অত্যাচার) করা।
১৯. চাদাবাজী ও অন্যায় টোল আদায়।
২০. আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারের সুযোগ দেয়া।
২১. গর্ব, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হটকারিতা
২২. হারাম খাওয়া, তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন।
২৩. আত্মহত্যা করা।
২৪. অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলা।
২৫. মানব রচিত বিধানে দেশ পরিচালনা ও বিচার ফয়সালা করা।
২৬. বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা এবং ঘুষ দেয়া
২৭. মহিলা পুরুষের বেশ এবং পুরুষ মহিলার বেশ ধারণ করা।
২৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।
২৯. মাদক দ্রব্য সেবন করা।
৩০. জুয়া খেলা।
৩১. সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।
৩২. গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল আত্মসাৎ করা।
৩৩. চুরি করা।
৩৪. ডাকাতি করা।
৩৫. মিথ্যা শপথ করা।
৩৬. হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ে গুনাহগার।
৩৭. আমানত খিয়ানত করা।
৩৮. খোঁটা দেয়া।
৩৯. তাকদীরকে অস্বীকার করা।
৪০. মানুষের নিকট অন্যের গোপন তথ্য ফাঁস করা।
৪১. পরনিন্দা করা।
৪২. অভিশাপ দেয়া।
৪৩. গাদ্দারী করা, ওয়াদা পালন না করা।
৪৪. গণক ও জ্যোতির্বিদদের কথায় বিশ্বাস করা
৪৫. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া।
৪৬. অন্যায় বিচার করা।
৪৭. স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অবাধ্য হওয়া।
৪৮. কাপড়, দেয়াল ও পাথর ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি আকা।
৪৯. শোক প্রকাশার্থে চেহারার (মুখের) উপর আঘাত করা, মাতম করা, কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডানো বা চুল উঠানো, বিপদের সময় ধ্বংসের জন্য দু'আ করা।
৫০. অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ করা।
৫১. দুর্বল, কাজের লোক ও স্ত্রীর উপর অত্যাচার করা।
৫২. প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া।
৫৩. মুসলিমদের কষ্ট দেয়া ও গালি দেয়া।
৫৪. অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা।
৫৫. স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা।
৫৬. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা।
৫৭. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশুপাখী যবেহ করা।
৫৮. ওজনে ও মাপে কম দেয়া।
৫৯. মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ও উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করা।
৬০. আল্লাহর পাকড়াও হতে নিশ্চিত হওয়া।
৬১. মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের মাংস খাওয়া।
৬২. জুমু'আর সলাত ছেড়ে দিয়ে বিনা কারণে একা একা সলাত আদায় করা।
৬৩. জেনেশুনে অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়া।
৬৪. তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া এবং শত্রুতা পোষণ করা।
৬৫. অপসংস্কৃতি ও কু-প্রথার প্রচলন করা অথবা বিভ্রান্তির দিকে অন্যদের আহবান করা।
৬৬. পরচুলা ব্যবহার করা, শরীরে উলকি আঁকা, ভ্রু প্লাক করা, দাঁত ফাঁক করা।
৬৭. ধারালো অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা।
৬৮. হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহী কাজ করা।
৬৯. মুসলিমদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান করা এবং তাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করা।
৭০. ঝগড়া করার সময় অতিরিক্ত গালি দেয়া।
৭১. কোন বংশ বা তার লোকদের খারাপ দোষে অভিহিত করা।

--- আয-যাহাবী (রহ.)

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com